



2282 - নজিরে পাপ দিয়ে যে ব্যক্তিকিউককে কষ্ট দিয়ে তার সাথে উঠাবসা

প্রশ্ন

প্রশ্ন: যদি কোন লোক তার পাপের মাধ্যমে আমাকে কষ্ট দিয়ে এবং অব্যাহতভাবে কষ্ট দিতে থাকে; তখন আমি কি করতে পারি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

যা করা উচিত সেটা হচ্ছে পাপীকে নসীহত করা— চাই তার পাপের কারণে আপনার কষ্ট হোক কিংবা না হোক। কেননা সৎকাজের আদর্শে ও অসৎ কাজের নষিধে এক মহা ওয়াজবি; এ কর্তব্য পালন করা শরিয়তের দাবী। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেন: “আর স্মরণ করুন, যখন তাদের একদল বলছিল, ‘আল্লাহ যাদেরকে ধ্বংস করে দবিনে কিংবা কঠোর শাস্তি দবিনে, তোমরা তাদেরকে সদুপদেশে দাও কেন? তারা বলছিল, ‘তোমাদের রবের কাছে দায়িত্ব-মুক্তির জন্য এবং যাতা তারা তাকওয়া অবলম্বন করে, সজেন্য।’ [সূরা আরাফ, আয়াত: ১৬৪]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাছরি (রহঃ) বলেন: ‘আল্লাহ তাআলা এ জনপদের অধিবাসীদের সম্পর্কে সংবাদ দেন যে, তারা তনি দলে বিভক্ত হয়েছিল: একদল নষিধি কাজে লিপ্ত হল এবং শনিবারে মাছ ধরায় প্রবৃত্ত হল। “অথচ আল্লাহ তাদেরকে শনিবারে তা করতে নষিধে করছেন।”...অপর একদল তাদেরকে এ গর্হিত কাজ করতে নষিধে করছে এবং তাদের থেকে দূরে সরে এসছে। আরকে দল নরিব দর্শকরে ভূমিকা পালন করেছে— তারা নজিরো নষিধি কাজে লিপ্ত হয়নি এবং অন্যদেরকেও নষিধে করেনি। বরং তারা নষিধেকারী দলকে লক্ষ্য করে বলছেন: “আল্লাহ যাদেরকে ধ্বংস করে দবিনে কিংবা কঠোর শাস্তি দবিনে, তোমরা তাদেরকে সদুপদেশে দাও কেন?” অর্থাৎ তোমরা এদেরকে উপদেশে দিচ্ছ কেন? তোমরা তো জান যে, তাদের ধ্বংস সুনশিচতি, তারা আল্লাহর শাস্তির উপযুক্ত হয়েছে। সুতরাং তাদেরকে উপদেশে দিয়ে লাভ নাই। জবাবে অসৎ কাজের নষিধেকারী দল বলল: “তোমাদের রবের কাছে দায়িত্ব-মুক্তির জন্য”। অর্থাৎ আমরা তাদেরকে উপদেশে দিচ্ছি “তোমাদের রবের কাছে দায়িত্ব-মুক্তির জন্য”। তথা আল্লাহ আমাদের কাছ থেকে সৎকাজের আদর্শে ও অসৎ কাজের নষিধে করার যে প্রতশ্রুতি নিয়েছেন সে পূরণার্থে “এবং যাতা তারা তাকওয়া অবলম্বন করে, সজেন্য।” অর্থাৎ এই নষিধোজ্ঞার কারণে তারা হয়তো তাকওয়া অবলম্বন করবে, তাদের অপকর্ম থেকে বরিত হবে এবং তওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে। তারা যদি আল্লাহর কাছে তওবা করে আল্লাহও তাদের তওবা কবুল করবেন এবং তাদের ওপর রহমত নাযিল করবেন।



মুসলমানেরে কর্তব্য হচ্ছে- অসৎ কাজেরে নষিধে ও দাওয়াতী কাজেরে নানা ধরণেরে পদ্ধতি অবলম্বন করা। কখনও নকীর সওয়াবেরে প্রতি উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে, কখনও পাপেরে শাস্তির ভীতি প্রদর্শনেরে মাধ্যমে, কখনও বিভিন্ন কাহিনী বর্ণনা করার মাধ্যমে যা হতে শিক্ষা নয়ো যায়, কখনও পাপেরে দুর্গতি ও পাপীর জন্দগেতিএর কুপ্রভাব তুলে ধরার মাধ্যমে, ইত্যাদি।

এরপরও যদি কোন ব্যক্তি এমন পাপী লোকেরে কাছে থাকা সহ্য করত না পারনে এবং তার থেকে কষ্ট পান, তাকে উপদশে দিয়েও কোন লাভ না হয় তাহলে তনি তার থেকে দূরে সরে আসতে পারনে।

আল্লাহই উত্তম তাওফিকিদাতা ও সঠিক পথেরে দশাদানকারী।